আজকের কাগজ ৪

তারিখ 29 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ত্রুটি

মোঃ আবদুস সাত্তার মিয়া
লেকচারার, বেড়া কলেজ
বেড়া, পাবনা।

প্রথম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কোনো সিলেবাস নেই। গোটা বইটাই সিলেবাস। কিন্তু বইগুলো এতো বড় যে, সারা বছরে তা পড়ে বা পড়িয়ে শেষ করা যায় না। দ্রুত গতিতে শেষ করলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কারণ, শিক্ষার্থীরা বইগুলো শুধু পড়েই শেষ করবে না, বিষয়টিও মনে-প্রাণে বুঝে নেবে। কিন্তু বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্মীয় পুস্তক প্রভৃতি বইয়ে এমন বহুল বিষয়ের উল্লেখ আছে যা তাদের কোমল মানসিকতার ওপর প্রবলভাবে চাপ সৃষ্টি করে। পরিণামে তারা পাখির মতো মুখস্থ করে বটে, মনে রাখতে পারে না তেমন কিছুই।

ভালো ফলাফলের জন্যে দু'টি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন হওয়া জরুরি। এক, বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারা; দুই, পঠিত বিষয়টি স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করা। কিন্তু পাঠ্য বইয়ের কলেবর বিরাট হওয়ায় উক্ত দু'টি বিষয়ের কোনোটাই শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারছে না। তাছাড়া পাঠ্য বইয়ের এমন বিষয় বৈচিত্র্যের উল্লেখ রয়েছে, যা শিক্ষকেরাও অনেকে বুঝে উঠতে হিমসিম খেয়ে থাকেন। এতে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। বইয়ের কলেবর ছোট হলে এবং বিষয় বৈচিত্র্য কম ও সহজবোধ্য হলে শিক্ষকেরা মনোযোগ দিতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে বুঝিয়ে দেবার পর প্রশ্নোত্তর লেখার পদ্ধতি শেখানোর সময় পাবেন। প্রশ্নোত্তর লেখার কৌশল বা নিয়মাবলী না শিখলে কোনো বিষয়ের সারাংশ মুখস্থ করা অর্থহীন। না-বুঝে মুখস্থ করার মারাত্মক প্রভাব পড়ছে এসএসসি, এইচএসসি ও ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের ওপর। তাদের অনেকে ব্যাপক পড়াশোনা করলেও তুলনামূলকভাবে রেজাল্ট ভালো না হবার কারণ হচ্ছে, তারা প্রশ্ন অনুসারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। বিধায় বলতে চাই পাঠ্য বইয়ের কলেবর ছোট হওয়া দরকার, বিষয় বৈচিত্র্য কম হওয়া জরুরি এবং প্রশ্নোত্তর লেখার কৌশল শেখানোর ওপর নজর না দিলে আমাদের 'পৌঢ়' শিক্ষা ব্যবস্থার শিশু-সুলভ আচরণ কোনোদিনই শেষ হবে না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সতর্ক পদক্ষেপ কামনা করছি এবং যারা এ বিষয়টি নিয়ে ভাবেন তাদের মতামত জানাতে অনুরোধ জানাই।